36860 - মসজদিে নববী যয়িারতরে সময় যসেব ভুল হয়ে থাকে

প্রশ্ন

প্রশ্ন: আমি মসজদিে নববী যয়িারত করার সময় লক্ষ্য করছে িকছিু মানুষ নবীজরি হুজরার দয়োল মাছেন করনে। কউে কউে কবররে সামনে বুকরে উপর হাত রখেে এমনভাবে দাঁড়ান যভোবে নামাযে দাঁড়ায়; তাদরে এ আমলগুলো কি সঠকি?

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু লল্লিাহ।.

আলহামদুলল্লিাহ।

ইতপিূর্বে 36863 নং প্রশ্নোত্তরে মসজদিে নববী যয়িারত করার আদবগুলো উল্লখে করা হয়ছে।ে এখন যয়িারতকারীগণ যে ভুলগুলো করে থাকনে সগেুলো উল্লখে করব:

এক:

রাসূলকে ডাকা, বপিদমুক্তরি জন্য তাঁর কাছে প্রার্থনা করা, তাঁর সাহায্য চাওয়া। যমেন- কোন কোন লোক বলে থাকে, "হে আল্লাহর রাসূল, আমাদরে অসুস্থ লোককে সুস্থ করে দনি; হে আল্লাহর রাসূল, আমার ঋণ পরশিোধ করে দনি, হে আমার ওসলিা, হে আমার প্রয়োজনপূর্ণরে দরজা" ইত্যাদি শরকিী উক্তগিুলো; যে উক্তগিুলো বান্দার উপর আল্লাহর একক অধকিার তাওহীদরে পরপিন্থী।

দুই:

কবররে সামনে নামাযরে সুরতে দাঁড়ানো— ডানহাত বামহাতরে উপর রখেে বুকরে উপরে কংিবা নীচে রাখা। এটি হারাম কাজ। যহেতেু দাঁড়ানোর এ পদ্ধতটিি ইবাদত ও হীনতার অবস্থা। এটি আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো জন্য করা নাজায়যে।

তনি:

কবররে কাছে ঝুঁকে পড়া, সজিদা করা কংিবা এমন কছিু করা যা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো জন্য করা জায়যে নয়। আনাস (রাঃ) থকেে বর্ণতি তনিি বলনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেনে: "কোন মানুষরে জন্য মানুষকে সজিদা করা সঙ্গত নয়"[মুসনাদে আহমাদ (৩/১৫৮), আলবানী 'সহহিুত তারগীব' গ্রন্থে (১৯৩৬ ও ১৯৩৭) ও 'ইরওয়াউল গাললি' গ্রন্থে (১৯৯৮) হাদসিটকিে সহহি বলছেনে।

চার:

কবররে নকিটে আল্লাহর কাছে দোয়া করা। অথবা এ বশি্বাস পোষণ করা যে, কবররে নকিটে দোয়া করলে কবুল হয়। এটি করা হারাম। কারণ এটি শরিকে পততি হওয়ার বাহন। যদি কবররে কাছে দোয়া করা কংিবা নবীজরি কবররে কাছে দোয়া করা উত্তম হত, সঠকি হত কংিবা আল্লাহর কাছে বশেি প্রয়ি হত তাহলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদরেকে সটো করার প্রতি উদ্বুদ্ধ করে যতেনে। কনেনা যা কছিু উম্মতকে জান্নাতরে নকৈট্য হাছলি করয়িে দবিে এমন কোন কছিু বর্ণনা করা থকেে তনিি বাদ দনেনি। যখন তনিি এক্ষত্রেে উম্মতকে উদ্বুদ্ধ করনেনি এর থকেে জানা গলে যে, এটি শরয়িতসদ্ধি নয়; হারাম ও নষিদ্ধি কাজ। আবু ইয়ালা ও হাফযে যয়িা ‘আল-মুখতারা’ গ্রন্থে বর্ণনা করছেনে যে, আলী বনি হুসাইন (রাঃ) এক ব্যক্তকিে দখেলনে যে, তনিি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে কবররে সন্নকিটে একটি ছদ্রিতে প্রবশে করে দোয়া করনে। তখন তনিি তাকে নষিধে করলনে এবং বললনে: আমি তোমাদরেকে এমন একটি হাদসি বর্ণনা করব না যা আমি আমার পতিা থকেে তনিি আমার দাদা, তনিি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থকেে বর্ণনা করনে যে, তনিি বলনে: “তোমরা আমার কবরকে ঈদ বা উৎসবস্থল (ঈদ বলা হয় এমন স্থানকে যা বারবার পরদির্শন করা হয়) বানওি না এবং নজিদেরে ঘরগুলোকে কবর বানওি না। তোমরা আমার উপর দরুদ পড়। কনেনা তোমরা যখোনইে থাক না কনে তোমাদরে সালাম আমার নকিট পৌঁছানো হয়”।[সুনানে আবু দাউদ (২০৪২), আলবানী সহহি আবু দাউদ গ্রন্থে (১৭৯৬) হাদসিটকিে সহহি বলছেনে]

পাঁচ:

যারা মদনিা যয়িারতে আসতে পারনে তিারা কোন কোন যয়িারতকারীর মাধ্যমে রাসূলরে কাছে সালাম প্ররেণ করা এবং যয়িারতকারীগণ এ সালাম পৌঁছানো। এটি বদিাতী কর্ম ও নব উদ্ভাবতি কর্ম। সুতরাং ওহে সালাম প্ররেণকারী ও ওহে সালাম সমর্পনকারী এটি করা থকেে বরিত থাকুন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে এ বাণীই আপনাদরে জন্য যথষ্টে: “তোমরা আমার উপর দরুদ পড়। তোমরা যখোনইে থাক না কনে তোমাদরে সালাম আমার নকিট পৌঁছানো হয়।”।

আর যথষ্টে এ বাণীটি: “নশি্চয় আল্লাহর এমন কছিু বচিরণকারী ফরেশেতা রয়ছেে যারা আমার কাছে আমার উম্মতরে সালাম পৌঁছে দয়ে”।[মুসনাদে আহমাদ (১/৪৪১), সুনানে নাসাঈ (১২৮২), আলবানী ‘সহহিুল জামে’ গ্রন্থে (২১৭০) হাদসিটকিে সহহি বলছেনে]

ষষ্ঠ:

বারবার নবীজরি কবর যয়িারত করা। যমেন- প্রত্যকে ফরয নামাযরে পর যয়িারত করা কংিবা প্রতদিনি নর্দিষ্টি নামাযরে শষেে যয়িারত করা। এটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে বাণী: “তোমরা আমার কবরকে উৎসবস্থল (বারবার যয়িারতস্থল) বানওি না” এর সাথে সাংঘর্ষকি। ইবনে হাজার হাইছামী ‘মশিকাত’ এর ব্যাখ্যায় বলনে: ঈদ (عيد শব্দটকিে

এখানে উৎসব অনুবাদ করা হয়েছে) একটি উৎসবের নাম। ঈদকে ঈদ বলা হয় যেহেতু এটি ঘুরেফেরে করা ও পুনপুন করার মাধ্যমে অভ্যাসে (عادة) পরিণত হয়ে গেছে। হাদিসের অর্থ হচ্ছে- তোমেরা আমার কবরকে এমন স্থান বানিও না যেখানে বারবার, পুনপুন, বহুবার আসাটা অভ্যাস। এ কারণে তিনি বলেছেন: "তোমেরা আমার উপর দরুদ পড়। কারণ তোমাদের সালাম আমার নিকট পৌঁছে দেয়া হয় তোমেরা যেখানেই থাক না কেন"। সুতরাং দরুদ পড়াই যথেষ্ট।[সমাপ্ত]

ইবনে রুশদ রচিত 'আল-জামে লিল বায়ান' নামক গ্রন্থে এসেছে- যে বিদেশী আগন্তুক প্রতিদিন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কবরে আসেন তার ব্যাপারে ইমাম মালেকেকে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন: বিষয়টি এমন হওয়া ঠিক নয়। এ প্রসঙ্গে তিনি হাদিসটি উল্লেখ করেন: "হে আল্লাহ, আপনি আমার কবরকে পৌত্তলিকতার স্থলে পরিণত করবেন না; যেখানে পূজা হয়"[আলবানী 'তাহযিরুস সাজিদ মিন ইত্তিখাযিল কুবুরি মাসাজিদ' গ্রন্থে (২৪-২৬) হাদিসটিকে সহিহ আখ্যায়িত করেছেন]

ইবনে রুশদ বলেন: অতএব, বারবার কবরে গিয়ে সালাম দেয়া, প্রতিদিন কবরে আসা মাকরুহ; যাতে করে কবর মসজিদের মত হয়ে না যায়; যেখানে নামাযের জন্য প্রতিদিন আসা হয়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজ বাণীতে এ ব্যাপারে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেন: "হে আল্লাহ, আমার কবরকে পৌত্তলিকতার স্থলে পরিণত করবেন না"[দেখুন: ইবনে রুশদ এর 'আল-বায়ান ওয়াত তাহসীল' (১৮/৪৪৪-৪৪৫), সমাপ্ত]

কাযী ইয়াযকে মদিনাবাসী এমন কিছু মানুষ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয় যারা প্রতিদিন কবরের সামনে একবার বা একাধিকবার দণ্ডায়মান হয়, সালাম দেয় ও কিছু সময় দোয়া করে তখন তিনি বলেন: কোন ফকীহ এমন কোন মত দিয়েছেন বলে আমার কাছে তথ্য নেই। এ উম্মতের শেষে প্রজন্ম সেসব আমলের মাধ্যমে নেকেকার হবে যেসব আমলের মাধ্যমে প্রথম প্রজন্ম নেকেকার হয়েছিল। আমার কাছে এ উম্মতের প্রথম প্রজন্মের ব্যাপারে এমন কোন তথ্য পৌঁছেনি যে, তারা এটি করতেন।"['আল-শিফা বি তারিফি হুকুকিল মোস্তফা' (২/৬৭৬)]

সপ্তম:

মসজিদের সকল দিক থেকে কবরের অভিমুখি হওয়া কিংবা যখনি মসজিদে প্রবেশ করবে তখনি কবরের দিকে মুখ করা কিংবা যখনি নামায শেষে করবে তখনি কবরের দিকে মুখ করা। সালাম দেয়ার সময় দুইহাত দুইপাশে রেখে মাথা ও থুতনি নোয়ানো। এগুলো বহুল প্রসারিত বিদাত ও ভুল।

আল্লাহর বান্দারা, আল্লাহকে ভয় করুন। সকল বিদাত থেকে সাবধান হোন। কুপ্রবৃত্তি ও অন্ধ অনুকরণ পরিহার করুন। দলিল-প্রমাণের ভিত্তিতে আমল করুন। আল্লাহ তাআলা বলেন: "যে ব্যক্তি তার রব প্রেরিত সুস্পষ্ট প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত, সে কি তার ন্যায় যার কাছে নিজের মন্দ কাজগুলো শোভন করে দেয়া হয়েছে এবং যারা নিজ খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করছে?"[সূরা মুহাম্মদ, আয়াত: ১৪]

আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করছি তিনি যেন আমাদেরকে রাসূলের সুন্নাহ অনুযায়ী অন্যদেরকে পথ দেখাবার তাওফিক দেন।